দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 FEB 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কুড়িগ্রামের ২০ হাজার ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা পায়নি

● মার্কস কম ও বাল্যবিয়েই দায়ী

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে গত বছর স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ের ছাত্রী উপবৃত্তির বিপুল পরিমাণ টাকা ফেরত গেছে। ফেরত যাওয়া টাকার পরিমাণ ৮৩ লাখ ৭৬ হাজার ৬৩৫ টাকা। এর ফলে দারিদ্র্যপীড়িত এ অঞ্চলের ২০ হাজার ৪১২ জন ছাত্রী বৃত্তির টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অধ্যয়নরত অবস্থায় বিয়ে হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বিধি অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি কম এবং পরীক্ষায় শতকরা ৪৫ নম্বরের কম পাওয়ার কারণে এ বিপুল পরিমাণ ছাত্রী বৃত্তির টাকা পায়নি।

তবে অনেক অভিভাবক এজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবহেলাকে দায়ী করেছেন। শিক্ষকদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার ৬০২টি দাখিল ও ফাজিল মাদ্রাসা, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯০ হাজার ৫০৮ জন ছাত্রীর জন্য গত বছর ৩ কোটি ৯২ লাখ ৬৯ হাজার ৭৪৫ টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে ৭০ হাজার ৯৬ জন ছাত্রীকে ৩ কোটি ৮ লাখ ৯৩ হাজার ১১০ টাকা উপবৃত্তি দেয়া হয়। বাকি ২০ হাজার ৪১২ জন ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া সম্ভব না হওয়ায় ৮৩ লাখ ৭৮ হাজার ৬৩৫ টাকা ফেরত গেছে।

এর মধ্যে নাগেশ্বরী উপজেলায় সবচেয়ে বেশি টাকা ফেরত গেছে। এ উপজেলার ২৩ হাজার ৩০২ জন ছাত্রীর মধ্যে ৬ হাজার ১৭০ জন ছাত্রী বৃত্তি পায়নি। ফলে ফেরত গেছে ২২ লাখ ৫৪ হাজার ৮৯০ টাকা। এছাড়াও সদরে ৪ হাজার ৩০ জন ছাত্রীর ১৫ লাখ ৭৫ হাজার ৮৮২ টাকা, ভুরুঙ্গামারীতে ২ হাজার ১৫৬ জন ছাত্রীর ১১ লাখ ৯৬ হাজার ৭শ' টাকা, ফুলবাড়িয়ায় ৩ হাজার ৬২৯ জন ছাত্রীর ১২ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮০ টাকা, রাজারহাটে ১ হাজার ১৫২ জন ছাত্রীর ৫ লাখ ২৬ হাজার ৪০৭ টাকা, উলিপুরে ৫৪৪ জন ছাত্রীর ৪ লাখ ৩৮ হাজার ৫৯২ টাকা, চিলমারীতে ৭৯০ জন ছাত্রীর ২ লাখ ৭৪ হাজার ৯৮০ টাকা, রৌমারীতে ৮০৪ জন ছাত্রীর ৫ লাখ ৯ হাজার ৯২৪ টাকা এবং রাজিবপুরে ১ হাজার ১৩৭ জন ছাত্রীর ৪ লাখ ১৩ হাজার ৮৮০ টাকা ফেরত গেছে।

উলিপুর উপজেলার ধামশ্রেণী রেজিয়া জুলেখা দাখিল মাদ্রাসার সুপার শামসুর রহমান জানান, ৪৭ জন ছাত্রী উপবৃত্তিতে তালিকাভুক্ত হলেও পেয়েছে ৩২ জন। একই উপজেলার দেলজানিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মো. শাহজাহান জানান, তার মাদ্রাসায় ৪৫ জনের তালিকা পাঠানো হলেও উপবৃত্তি পেয়েছে ১৬ জন। সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘার বড়াইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেজাউল হক জানান, তার বিদ্যালয়ে ১৩ জনের মধ্যে ১১ জন উপবৃত্তি পেয়েছেন। তারা সবাই এতো ব্যাপক হারে উপবৃত্তি না পাওয়ার ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবহেলার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, অভিভাবক অসচেতনতাই এর মূল কারণ। অনেকেই অধ্যয়নরত অবস্থায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েদের ঠিকমতো স্কুলে যাওয়া এবং লেখাপড়ার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেন না।

এ প্রসঙ্গে কুড়িগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিসার অনিল চন্দ্র বর্মন জানান, যাতে আর বিপুল পরিমাণ টাকা ফেরত না যায় সেজন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।